বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ঘোষণা উপলক্ষ্যে
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর বক্তব্য

বিগত বছরসমূহের ন্যায় ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য গৃহীত বাংলাদেশ ব্যাংকের মুদ্রানীতির লক্ষ্য, ভঙ্গি ও কৌশল এবং অর্থ ও ঋণ কর্মসূচী সম্বলিত "মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট (এমপিএস)" অদ্য ২৯ জুলাই ২০২১ তারিখ প্রকাশ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে তা আপলোড করা হয়েছে। গত মধ্য মার্চ ২০২১ হতে দেশে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ তীব্র আকার ধারণ করার প্রেক্ষিতে ৫ এপ্রিল ২০২১ হতে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা এবং চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করায় গত বছরের ন্যায় এ বছরের এমপিএস-ও ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া প্রতিনিধিগণের সম্মুখে সরাসরি ঘোষণা করার পরিবর্তে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করার পাশাপাশি সকল ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতির কারণে এ বছরের এমপিএস প্রস্তুতির পূর্বে সংশ্লিষ্ট সকল মহলের নিকট হতে মতামত ও পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্তে সম্মুখ সভা করার পরিবর্তে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমযোগে তা সংগ্রহ করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায়, যে সকল সম্মানীত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দ মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ দিয়ে মুদ্রানীতি প্রণয়নে সহায়তা করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

০২। শুরুতেই এ বছরের মুদ্রানীতির মূল বিষয়বস্তু আলোচনার পূর্বে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই সদ্যপ্রয়াত বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর জনাব খোরশেদ আলম-কে, যিনি বাংলাদেশ ব্যাংকের পঞ্চম গভর্নর হিসেবে দেশের ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। আমি তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি। এছাড়া, ইতোমধ্যে অতিমারীর এই দুর্যোগময় পরিস্থিতিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিত করতে গিয়ে করোনায় আক্রান্ত হয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ১০ জনসহ যে ১৫৩ জন ব্যাংকার মৃত্যুবরণ করেছেন, আমি তাঁদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি।

০৩। এখন আমি বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাদি সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপনের পাশাপাশি মুদ্রানীতির অর্জনসমূহ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। বিশ্বব্যাপী সৃষ্ট করোনা ভাইরাস মহামারী মার্চ ২০২০ হতে বাংলাদেশে আঘাত হানায় এর সম্ভাব্য অর্থনৈতিক ক্ষতি রোধকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক একটি সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যার মূল লক্ষ্য ছিল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে কাঙ্খিত গতি পুনরুদ্ধারের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন উচ্চ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনে সরকারের ঈপ্সিত লক্ষ্যকে সমর্থন যোগানোর পাশাপাশি মূল্যস্ফীতিকে নির্ধারিত সীমার মধ্যে ধরে রাখা। এতদুদ্দেশ্যে সরকারের রাজস্ব বাজেটে ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রারম্ভে ৮.২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং মূল্যস্ফীতিকে ৫.৪ শতাংশে সীমিত রাখার লক্ষ্যে বিগত অর্থবছরের মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

০৪। গৃহীত সম্প্রসারণমূলক এবং সংকুলানমুখী মুদ্রানীতির আওতায় মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে ব্যাংকসমূহের ঋণ প্রদানযোগ্য তহবিল বাড়ানোর পাশাপাশি সাশ্রয়ী সুদে ঋণ প্রদানের জন্য বিগত অর্থবছরে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়, যথাঃ (ক) রেপো ও রিভার্স রেপো সুদহার এবং ব্যাংক রেট যথাক্রমে ৫০, ৭৫ ও ১০০ বেসিস পয়েন্ট হ্রাস করে ৪.৭৫, ৪.০০ ও ৪.০০ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ, (খ) ব্যাংসমূহের ঋণের কিস্তি আদায় স্থগিতকরণ (loan moratorium), (গ) করোনার কারণে লকডাউন ও যাতায়াতের উপর বিধি নিষেধ সত্ত্বেও নিরবিচ্ছিন্নভাবে ব্যাংকিং পরিসেবা নিশ্চিতকরণ, (ঘ) গুরুত্বপূর্ণ আমদানি পণ্য বিশেষ করে শিল্পের কাঁচামাল এবং কৃষি যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক সারের আমদানি ঋণপত্রের ব্যবহারকাল (usance period) বর্ধিতকরণ, (ঙ) অর্থনীতির অগ্রাধিকার খাতসমূহ বিশেষ করে কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সেবা খাতের পুনরুদ্ধারে পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা বর্ধিতকরণের পাশাপাশি সিএমএসএমই খাতের পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা যথাযথ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম চালুকরণ, (চ) নতুন উদ্যোক্তা এবং স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৫০০ কোটি টাকার এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের পরিচালন মুনাফার ১ শতাংশ নিয়ে স্টার্ট আপ ফান্ড গঠন, (ছ) রপ্তানিমুখী শিল্প পণ্যের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর লক্ষ্যে ১০০০ কোটি টাকার টেকনোলজিক্যাল আপগ্রেডেশন ফান্ড গঠন, এবং (জ) করোনা মহামারীর প্রভাব মোকাবেলায় ব্যাংকিং খাতের ১২টি প্রণোদনা প্যাকেজসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত ১.৩৫ ট্রিলিয়ন টাকার ২৮টি প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ।

০৫। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত এসকল পদক্ষেপের পাশাপাশি প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স জোরালোভাবে বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা

অনেকটাই ফিরে আসলেও অর্থবছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের শেষদিক থেকেই বিশ্বব্যাপী করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ার প্রেক্ষাপটে আমাদের দেশীয় অর্থনীতিতেও এর প্রভাব দীর্ঘায়িত হওয়ার লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। এ প্রেক্ষিতে, সরকার মূল্যস্ফীতি ৫.৪ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার পূর্ববর্তী লক্ষ্যমাত্রা অপরিবর্তিত রেখে জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ৮.২ শতাংশ হতে হ্রাস করে ৭.৪ শতাংশে পুনঃনির্ধারণ করে। এ আলোকে বাংলাদেশ ব্যাংকও অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধের মুদ্রানীতিতে প্রয়োজনীয় সংশোধনী এনে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে। তবে, মার্চ ২০২১ এর মাঝামাঝি হতে করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ প্রবল আকার ধারণ করার পাশাপাশি করোনার ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের প্রাদুর্ভাব আমাদের দেশে ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে সরকার কর্তৃক গত ৫ এপ্রিল ২০২১ হতে দেশব্যাপী লকডাউন ঘোষণা এবং যাতায়াতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে পুনরায় মন্থর গতি পরিলক্ষিত হয়। এহেন পরিস্থিতিতে মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচীর অধিকাংশ চলকসমূহের প্রবৃদ্ধির গতি নির্ধারিত মাত্রার চেয়ে কিছুটা শ্লথ থাকে, যা মুদ্রানীতির মূল লক্ষ্যসমূহ ঈপ্সিত হারে অর্জনে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এখানে উল্লেখ্য যে, মূলতঃ কোভিড মহামারীর অনিশ্চয়তামূলক পরিস্থিতির কারণে বছরব্যাপী বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি শ্লথ থাকায় এ খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত ১৪.৮ শতাংশ ঋণ বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে তা ৮.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া, সরকার কর্তৃক ব্যাংক-বহির্ভূত উৎস হতে বিশেষতঃ জাতীয় সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অধিক হারে ঋণ গ্রহণের ফলে ব্যাংকিং খাত হতে সরকারকে প্রদত্ত নীট ঋণ বৃদ্ধির পরিমাণ বছরব্যাপীই কর্মসূচীতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে অনেকটা নীচে থাকার পাশাপাশি রেমিট্যান্সের অন্তর্মুখী প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। ফলে, ব্যাংকিং খাতে উদ্বৃত্ত নগদ ও তরল সম্পদের পরিমাণ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। তবে, বেসরকারি খাতসহ সরকার ও অন্যান্য পাবলিক সেক্টরে প্রদত্ত নীট ঋণের প্রবৃদ্ধি শ্লথ থাকায় অর্থনীতিতে ব্যাপক মুদ্রা (broad money) সরবরাহের পরিমাণও মুদ্রানীতি কর্মসূচীতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হারে বৃদ্ধি পায়, যা মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

০৬। মুদ্রা ও ঋণ সরবরাহের প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় শ্লথ থাকলেও দেশে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরণে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ২ শতাংশ নগদ প্রণোদনার পাশাপাশি তা দ্রুত সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নে বাংলাদেশ ব্যাংকের জোরালো ভূমিকার কারণে দেশে অন্তর্মুখী রেমিট্যান্সের পরিমাণ উল্লোখযোগ্যভাবে (৩৬.১ শতাংশ) বৃদ্ধি পায়, যা অভ্যন্তরীণ চাহিদা উজ্জীবনে ভূমিকা রাখে। এছাড়া, কঠোর লকডাউনের মধ্যেও পরিকল্পিতভাবে শিল্প-কারখানা চালু রাখার পাশাপাশি রপ্তানিমুখী শিল্প কারখানাসমূহকে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল (ইডিএফ) হতে সাশ্রয়ী সুদে ঋণ প্রদানের ফলে রপ্তানি আয় করোনার ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ঘুরে দাঁড়ায় এবং ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে রপ্তানি আয়ের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১৫.১ শতাংশ। করোনার কারণে সেবা খাতের বেশ কিছু উপখাত চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কাঙ্খিত হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন বাধাপ্রাপ্ত হলেও সামগ্রিকভাবে দেশের কৃষি ও শিল্পখাত এক্ষেত্রে বেশ জোরালো ভূমিকা রাখে। ফলশ্রুতিতে, সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.১ শতাংশের কাছাকাছি অর্জিত হবে বলে সরকারিভাবে প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কিছুটা কম হলেও বিদ্যমান পরিস্থিতি বিবেচনায় বেশ ইতিবাচক হিসেবেই বিবেচনা করা যায়।

০৭। করোনার বিরুদ্ধে টিকার প্রচলন এবং অধিকাংশ উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে টিকাদান কর্মসূচী জোরালো হওয়ায় আন্তর্জাতিক বাজারে তেলসহ সকল ধরনের জ্বালানী ও ভোগ্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধির পাশাপাশি ২০২০ সালের মে মাসের শেষ দিকে দেশে ঘূর্ণিঝড় আমফান এর আঘাত এবং জুলাই ২০২০ এ দেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে সৃষ্ট বন্যার কারণে কৃষি ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় বিগত ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রথমার্ধ জুড়ে অভ্যন্তরীণ বাজারে খাদ্য পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী থাকে। ফলে গড় সাধারণ মূল্যস্ফীতি মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে রাখা অনেকটা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। তবে, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মধ্যে কার্যকর সমন্বয়ের মাধ্যমে খাদ্যসহ প্রয়োজনীয় পণ্য-সামগ্রী আমদানিতে প্রযোজ্য শুল্ক হ্রাসের পাশাপাশি আমদানির জন্য প্রয়োজনীয় এলসি মার্জিন কমিয়ে মূল্যস্ফীতির চাপ নিরসনের উদ্যোগ নেয়া হয়। গৃহীত এসব ব্যবস্থাদির ফলে জুন ২০২১ শেষে ১২-মাসের গড়ভিত্তিক সাধারণ মূল্যস্ফীতি পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৫.৬৫ শতাংশের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়ে জুন ২০২১ শেষে ৫.৫৬ শতাংশে নেমে আসে। এখানে উল্লেখ্য যে, মূলতঃ বাজারে ভোজ্য তেল, মসলা, চিনি ও মোটা চালের দাম বৃদ্ধির ফলে খাদ্য উপ-সূচকে মূল্যস্ফীতির হার বেশি হওয়ায় সাধারণ গড় মূল্যস্ফীতি মুদ্রানীতিতে নির্ধারিত ৫.৪ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখা না গেলেও মুদ্রানীতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত কোর মূল্যস্ফীতির হার এবং খাদ্য-বহির্ভূত উপ-সূচকে মূল্যস্ফীতির হার সন্তোষজনক পর্যায়ে সীমিত ছিল।

০৮। গত অর্থবছরের মুদ্রানীতি অর্থনীতির বহিঃখাতের গতি পুনরুদ্ধার ও বৈদেশিক লেনদেন ভারসাম্যের চলতি হিসাবে ঘাটতি হ্রাস এবং সামগ্রিক লেনদেন ভারসাম্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উদ্বৃত্ত লাভের পাশাপাশি ডলারের বিপরীতে টাকার

মূল্যমান স্থিতিশীল রাখতে ব্যাপকভাবে সহায়ক ছিল। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে চলতি হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ পূর্ববর্তী অর্থবছরের ৪৭২৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের তুলনায় হ্রাস পেয়ে ৩৮০৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। চলতি হিসাবে এরূপ ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও দেশে সরাসরি নীট বৈদেশিক বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহসহ আমাদের উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রাপ্তির ফলে সামগ্রিকভাবে আমাদের লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯২৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ডলারের বিপরীতে টাকার বিনিময় হারে উপচিতি (appreciation) চাপ সৃষ্টি করে। এ চাপ উপসমকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২০-২১ অর্থবছরে বৈদেশিক মুদ্রা বাজার হতে নীট ৭৭০২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ক্রয় করে, যা ডলারের বিপরীতে টাকার মূল্যমানের উপচিতির প্রবণতা হ্রাস করে বহিঃবিশ্বে আমাদের রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখতে সাহায্য করে।

০৯। এ পর্যায়ে আমি চলমান ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতির লক্ষ্য, ভঙ্গি (stance) এবং অর্থ ও ঋণ কর্মসূচীর দিকে আলোকপাত করতে চাই। বর্তমানে আমরা এমন একটা সময় অতিক্রম করছি যখন করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ অর্থনীতিতে একটি আতংকময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। সম্প্রসারণমূলক রাজস্ব ও মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত নীতি সহায়তার ফলে ব্যাংকিং খাতে উদ্বৃত্ত তারল্য ও তরল সম্পদের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেলেও করোনা মহামারীর প্রভাবে সামষ্টিক অর্থনীতি এখনো প্রয়োজনীয় মাত্রায় ঘুরে দাঁড়ায়নি। এহেন পরিস্থিতিতে সরকারের রাজস্ব বাজেটে ঈপ্সিত ৭.২ শতাংশ জিডিপি অর্জনে আর্থিক খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি ৫.৩ শতাংশের মধ্যে সীমিত রাখার লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতি ভঙ্গি এবং অর্থ ও ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। করোনা মহামারীর ক্ষতিকর প্রভাব কাটিয়ে দেশীয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি মানসম্মত নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা করতে অত্যন্ত সতর্কতার সাথেই সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত এ মুদ্রানীতিতে বিগত দুই বছর যাবৎ করোনার প্রভাবে মানুষের হাতে নগদ অর্থ ধরে রাখার প্রবণতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে অর্থের আয় গতি (income velocity of money) নিম্নমুখী থাকার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ব্যাপক অর্থ সরবরাহ (এম-২) বৃদ্ধির বার্ষিক নিরাপদ সীমা (safe limit) নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫.০ শতাংশ। ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি নিরাপদ সীমার মধ্যে রাখার নিমিত্তে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭.৮ শতাংশ; যার মধ্যে সরকারের চাহিদা অনুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থা হতে নীট ৭৬৫ বিলিয়ন টাকা বা ৩৬.৬ শতাংশ ঋণ বৃদ্ধির পাশাপাশি বেসরকারি খাতের জন্য নীট ১৭৬০ বিলিয়ন টাকা বা বার্ষিক ১৪.৮ শতাংশ ঋণ বৃদ্ধির সংকুলান রাখা হয়েছে। ফলে ব্যাংকিং খাতে নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৬.৫ শতাংশ ও ১০.৪ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপিত হয়েছে। উচ্চ ভিত্তির পাশাপাশি সম্প্রতি আন্তর্জাতিক বাজারে তেলসহ অধিকাংশ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আমদানি ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে লেনদেন ভারসাম্যের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২০২১-২২ অর্থবছরে নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি গত অর্থবছরের তুলনায় অনেকটা কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২১-২২ অর্থবছরে রপ্তানি আয়, আমদানি ব্যয় ও রেমিটেন্স অন্তঃপ্রবাহের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ১৩.০, ১৩.৫ ও ২০.০ শতাংশ হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। এর ফলে, চলতি হিসাবে ২৫৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও আর্থিক হিসাবে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উদ্বৃত্তের সূত্রে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্ত ৫১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হওয়ার পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৫২,০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী দেশের ৭.১ মাসের আমদানি ব্যয় মিটাতে সক্ষম।

১০। এবারে আমি মুদ্রানীতির নীতিগত দিকসমূহের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, করোনা মহামারীজনিত কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের গতি প্রত্যাশিত মাত্রায় উজ্জীবিত না হওয়ায় ব্যাংকিং খাতে ইতোমধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে তারল্য বা তরল সম্পদ গড়ে উঠলেও করোনার দ্বিতীয় ঢেউ এখনো অর্থনীতিতে অনেকটা অনিশ্চয়তাময় পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে। এরূপ পরিস্থিতিতে সিআরআর হ্রাসসহ মুদ্রানীতিতে ইতোপূর্বে যেসব শিথিলতা আনয়ন করা হয়েছিল তা পর্যায়ক্রমে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার সময় এখনো আসেনি বলে আমাদের বিবেচনায় প্রতিভাত হয়েছে। এছাড়া, মুদ্রানীতি প্রণয়নের পূর্বে ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে আমাদের অর্থনীতির প্রবীণ কর্ণধার, বিশেষজ্ঞ মহল, প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ, প্রাক্তন গভর্নর ও ডেপুটি গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালক পর্ষদের সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন (stakeholder) এর নিকট থেকে যেসকল মতামত পেয়েছি সেখানেও মুদ্রানীতিতে ইতোমধ্যে প্রদত্ত শিথিলতা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা থাকলেও এখনই তা করা সমীচীন হবে না বলেই সার্বিকভাবে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, আমরা তারল্যের মাত্রিক সম্প্রসারণ (quantitative easing) না ঘটিয়ে সরকারের সম্প্রসারণমূলক রাজস্বনীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সতর্কতার সাথে একটি সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী মুদ্রানীতি প্রণয়ন করেছি। প্রণীত মুদ্রানীতিতে অনুৎপাদনশীল খাতে ঋণের প্রসার না ঘটিয়ে অধিক উৎপাদনশীল ও কর্মসংস্থানসহায়ক খাত ও উদ্যোগসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতদুদ্দেশ্যে, চলতি অর্থবছরের মুদ্রানীতিতে যে সকল

পদক্ষেপ গ্রহণের উপর বিশেষভাবে জোর দেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ (ক) করোনার প্রভাব মোকাবেলায় সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইতোমধ্যে গৃহীত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের কঠোর নজরদারী জোরদারকরণ; (খ) অর্থনীতির অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাতসমূহ যেমন- কৃষি, সিএমএসএমই, বৃহৎ শিল্প, রপ্তানিমুখী শিল্প ও সেবা খাতের জন্য ইতোমধ্যে গৃহীত পুনঃঅর্থায়ন স্কীম বর্ধিতকরণের পাশাপাশি করোনার কারণে অধিকতর ক্ষতিগ্রস্থ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতসমূহ যেমন- ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, পরিবহণ শ্রমিক, হোটেল ও রেস্টুরেন্টের কর্মচারী এবং বেসরকারি পর্যায়ের শিক্ষাখাতের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের জন্য বিশেষ পুনঃঅর্থায়ন স্কীম চালুকরণ; (গ) নতুন উদ্যোক্তা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গঠিত ৫০০ কোটি টাকার এবং তফসিলি ব্যাংকসমূহের পরিচালন মুনাফার ১ শতাংশ নিয়ে গঠিত স্টার্ট আপ ফান্ডের আকার পর্যায়ক্রমে বর্ধিতকরণ; (ঘ) সিএমএসএমই খাতসমূহ, বিশেষ করে লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং, ক্লাস্টার এন্ড ভ্যালু চেইন এবং নারী উদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যাংকের অর্থায়ন বৃদ্ধিকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কীম কার্যকরভাবে চালুকরণ; এবং (ঙ) অর্থনীতিতে মানসম্মত কর্মসংস্থান (quality employment) সৃষ্টির পাশাপাশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (financial inclusion) বাড়ানোর লক্ষ্যে গ্রামাঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকায় ব্যাংকগুলোর ন্যূনতম সংখ্যক নিজস্ব জনবল দ্বারা প্রযুক্তি নির্ভর উপ-শাখা খোলার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ।

১১। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, বিদ্যমান করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কাঙ্খিত গতি সঞ্চারের উদ্দেশ্য বর্তমানে একটি সম্প্রসারণমূলক ও সংকুলানমুখী মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থবছরের সামনের দিনগুলোতে ব্যাংকিং খাতের সার্বিক তারল্য পরিস্থিতিসহ বিশ্ব অর্থনীতি ও আমাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে মুদ্রানীতি ও এর হাতিয়ারসমূহের (instruments) যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষভাবে সদা প্রস্তুত রয়েছে।

১২। ব্যাংকিং খাতে ইতোমধ্যে সৃষ্ট উল্লেখযোগ্য পরিমাণ উদ্বৃত্ত তারল্য উৎপাদনশীল খাতসমূহের পরিবর্তে অনাকাঙ্খিতভাবে অনুৎপাদনশীল খাতসমূহে ব্যবহৃত হয়ে সার্বিক মূল্য পরিস্থিতি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা (financial stability) রক্ষায় যাতে কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সে ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক সদা সতর্ক রয়েছে। বার্ষিক ভিত্তিতে মুদ্রানীতি সম্বলিত 'মনিটারি পলিসি স্টেটমেন্ট' প্রকাশিত হলেও দৈনিক ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সার্বিক তারল্য পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রেখে প্রয়োজনে 'ওপেন মার্কেট ওপারেশন' পরিচালনার পাশাপাশি পরিস্থিতি বিবেচনায় অর্থবছরের যে কোন সময়ই মুদ্রানীতির নীতিগত দিক পরিবর্তন বাংলাদেশ ব্যাংকের স্বাভাবিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবেই বিবেচিত।

১৩। এটা অনস্বীকার্য যে, মুদ্রানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়টি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের (monetary management and supervision) সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। চলমান করোনা মহামারী পরিস্থিতিতে সরজমিনে নিরীক্ষা কার্যক্রম অনেকটা শিথিল থাকায় প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের কিছু অপব্যবহারের বিষয়ে ইতোমধ্যে দেশের গণমাধ্যম ও বিভিন্ন মহল থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রসংগে উল্লেখ করতে চাই যে, বর্তমানে করোনার দুর্যোগময় পরিস্থিতির কারণে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সরজমিনে পরিদর্শন/নিরীক্ষা কার্যক্রম কিছুটা বাধাগ্রস্থ হলেও প্রযুক্তিনির্ভর অফ-সাইট নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের টাকা যে উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য দেয়া হয়েছে তা যেন অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যাংকসমূহের নিজস্ব নজরদারী বাড়িয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ার জন্য ইতোমধ্যেই নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। একইসাথে, করোনা পরিস্থিতির কাঙ্ক্ষিত উন্নতির সাথে সাথেই প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে সরোজমিনে নিরীক্ষা কার্যক্রম জোরদারকরণের পাশাপাশি এর ব্যবহার ও ফলাফল বিষয়ে বিশেষ সমীক্ষা পরিচালনার বিষয়টিও বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্রিয় বিবেচনা রয়েছে। এছাড়া, আর্থিক খাতে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং বিদেশে অর্থ পাচার রোধকল্পে বিএফআইইউ কর্তৃক আর্থিক গোয়েন্দা কার্যক্রম বাড়াতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে।

১৪। করোনা মহামারীর এই চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে জরুরী ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেইসাথে, বরাবরের মতই দেশের গণমাধ্যমের প্রতিনিধিগণ ২০২১-২২ অর্থবছরের মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ ইতিবাচকভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরবেন - এই আস্থা ও প্রত্যাশা নিয়ে এখানেই শেষ করছি। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ফজলে কবির
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

২৯ জুলাই, ২০২১